ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০১৫

"দুর্যোগ-দুর্ঘটনার ঝুঁকি হ্রাসে প্রয়োজন জনসচেতনতা ও প্রশিক্ষণ"

বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স

দি লাইফ সেভিং ফোর্স

বিশেষ ক্রোড়পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

২৭ কার্তিক ১৪২২
১১ নভেম্বর ২০১৫

বাণী

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০১৫ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ সপ্তাহ উপলক্ষে আমি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স মানবসেবার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান। অগ্নি নির্বাপণ, আহতদের সেবা, মুমূর্ষু রোগী পরিবহনসহ প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগে জনজীবনের নিরাপত্তা ও স্বস্তিবিধানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন দুর্যোগের সময় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রথম সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনগণের পাশে দাঁড়ান, তাদের সাহস যোগান। এতে মুমূর্ষু ও অসহায় মানুষ চরম প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকার আশার আলো দেখে। নানা দুর্যোগকালীন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে কিভাবে শান্ত থেকে অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ করা যায় সে বিষয়ে জনগণকে সচেতন ও কৌশলী করে তোলা দরকার। বিশেষ করে শিল্প এলাকা ও পোশাক তৈরি শিল্পে কর্মরত শ্রমিক বা উচ্চ অট্টালিকায় বসবাসকারীদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কলা-কৌশল শেখানো খুব জরুরি বলে আমি মনে করি। আমার বিশ্বাস দেশব্যাপী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ পালন সে লক্ষ্য পূরণে ভূমিকা রাখবে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সে কর্মরত যেসব ফায়ার কর্মীরা অগ্নি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন অন্যকে বাঁচানোর মহানব্রত নিয়ে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার কাজ পরিচালনা করেন আমি তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সপ্তাহ পালনের মধ্য দিয়ে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণকে সচেতন ও তাদের সাথে এ বিভাগের কর্মীদের ঘনিষ্ঠতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আমি আশা করি।

আমি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০১৫ পালনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কার্যক্রমের সঙ্গে জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং এ বিষয়ে তাদেরকে সচেতন করার লক্ষ্যে পালিত হতে যাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০১৫। আমি এ প্রশংসনীয় উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। অগ্নি প্রতিরোধ, অগ্নি নির্বাপণ, উদ্ধার, উদ্ধারকৃতদের প্রাথমিক শুশ্রূষা প্রদান, আহতদের হাসপাতালে পরিবহনসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনসাধারণের জান-মাল রক্ষার্থে এ বিভাগের কর্মীরা সদা প্রস্তুত। এ প্রতিষ্ঠানের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী বাহিনীর কর্মপ্রচেষ্টা জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। সরকারিভাবে আমরা এ বিভাগকে আরো সমৃদ্ধ এবং যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছি। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মীদের সুবিধা নিশ্চিত করার পাশাপাশি এ বিভাগের সেবার মান আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আমি আশা করি, এ বিভাগের কর্মীরা তাদের কর্মপ্রচেষ্টার বর্তমান ধারা অব্যাহত রেখে জনগণের আরো আস্থাভাজন হয়ে উঠবে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০১৫ উদযাপনের সকল আয়োজন সার্থক ও সফল হোক। সবার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভ কামনা রইল।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আসাদুজ্জামান খান এমপি)

মহাপরিচালক
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

বাণী

জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার "চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্যা আর্থ"-এ ভূষিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভাগমনের মধ্য দিয়ে শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০১৫। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সেবাধর্মী কার্যক্রমের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিই এর মূল লক্ষ্য।

একটি নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্পকে লক্ষ্য ধরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সেবার মান আধুনিক করার নানামুখী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জনসেবাকে গণমানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের কাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে চলছে। বিশ্বমানের আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির উদ্ধার ও অগ্নি নির্বাপণী সরঞ্জাম প্রতিনিয়ত অধিদপ্তরে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। অধিদপ্তরের ট্রেনিং কমপ্লেক্সকে আধুনিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ একাডেমিতে উন্নীত করে ভিন্ন স্থানে স্থানান্তরের জন্য সরকারিভাবে পূর্বাচলে ১৬ একর জায়গা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করতে প্যাকেজ প্রোগ্রামের আওতায় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

জনজীবনের নিরাপত্তা বিধানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমিকম্প দুর্যোগ মোকাবেলা এবং বিধ্বস্ত ভবনে অনুসন্ধান ও উদ্ধার কাজ দ্রুত ও কার্যকরভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে INSARAG গাইডলাইন অনুসরণে আন্তর্জাতিকমানের ৫টি Urban Search And Rescue (USAR) Team গঠন করা হয়েছে। দ্রুত দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ পরিচালনার লক্ষ্যে সারা দেশে ৭৯টি হাইওয়ে পয়েন্টে ভ্রাম্যমাণ Rapid Rescue Squad কার্যক্রম চালু করেছে। CDMP-র সহায়তায় সারা দেশে চলছে ৬২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক তৈরির কাজ। ইতিমধ্যে ৩০ হাজার প্রশিক্ষিত ভলান্টিয়ার তৈরি সম্পন্ন হয়েছে।

বর্তমান সরকারের অকুণ্ঠ সমর্থন কাজে লাগিয়ে জনসেবার মান নিশ্চিত করার পাশাপাশি এ বিভাগে কর্মরতদের জীবন-মান উন্নত করার জন্যও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিভাগের কর্মীদের জন্য ঝুঁকি ভাতা চালু, নন-অপারেশনাল কর্মীসহ সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ রেশন চালু এবং বেতন বৃদ্ধিসহ এ বিভাগের কর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবি খাকি ইউনিফরম পরিবর্তন করে দুই রঙের নতুন পোশাক প্রবর্তন করা হয়েছে। এ বিভাগের অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা অনুমোদনের পর বাস্তবতার নিরিখে তাতে কিছু সংশোধনী আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, প্রক্রিয়াধীন রয়েছে নিয়োগ বিধিমালা সংশোধনের কার্যক্রম। তাছাড়া এ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন একটি বার্ন ট্রিটমেন্ট হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব কাজ বাস্তবায়নের ফলে এ বিভাগে কর্মরতদের মাঝে উৎসাহ ও মনোবল বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আগের যে কোন সময়ের তুলনায় সেবা প্রদানের মান ও কৌশল বহুগুণ উন্নত হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ উদযাপনের এ মহতী অনুষ্ঠান উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অগ্নি প্রতিরোধ ও উদ্ধার কার্যক্রমের বিশেষ সংখ্যা এবং ক্রোড়পত্র প্রকাশনায় যারা বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতিও রইল আমার শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। এ বিভাগের কর্মীদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে আমি সর্বস্তরের জনসাধারণের সম্পৃক্ততা ও সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
আলী আহাম্মেদ খান, পিএসসি

দেশ ও জাতির সেবায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলী আহাম্মেদ খান পিএসসি
মহাপরিচালক

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর জনগণের কল্যাণে আত্মনিবেদিত, জনসেবায় বিশ্বস্ত একটি জরুরি সেবামূলক সরকারী প্রতিষ্ঠান। আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত এ বাহিনীর কর্মীগণ জনগণের আস্থার প্রতীক। অগ্নিদুর্ঘটনাসহ যে কোন দুর্যোগ দুর্বিপাকে আক্রান্ত মানুষের পাশে থেকে তাদের জানমাল রক্ষায় অকুতোভয় কর্মীগণ নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে। গতি, সেবা ও ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত এ অধিদপ্তরের প্রতিটি সদস্য তাদের দায়িত্ব পালনে সদা তৎপর। তাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় তারা যে কোন দুর্যোগ দুর্ঘটনায় আর্তমানবতার আস্থা, ভালবাসা ও বিশ্বাসের কেন্দ্রভূমি। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার রূপায়নে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়াধীন এ প্রতিষ্ঠানটির প্রতি সুদৃষ্টি, অকুণ্ঠ সমর্থন ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রদানের ফলে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর আগের যে কোন সময়ের চেয়ে সফলভাবে তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে এ অধিদপ্তরের অগ্নিনির্বাপণসহ নৌ-দুর্ঘটনা, সড়ক দুর্ঘটনা, ভবনধস এবং পাহাড়ধসের মত যে কোন দুর্যোগ দুর্ঘটনা মোকাবেলায় সক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সম্প্রতি পরিচালিত অপারেশনাল কার্যক্রমসমূহ সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে এ অধিদপ্তর জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অপারেশনাল, প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাম্প্রতিক কিছু উল্লেখযোগ্য চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো:

অগ্নি প্রতিরোধ ও অগ্নি নির্বাপণ : এ অধিদপ্তরের কর্মীগণ ২০১৪ সালে সারা দেশে সংঘটিত মোট ১৭,৮৩০টি অগ্নি দুর্ঘটনা মোকাবেলা করেছে। অগ্নিকান্ডে আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ২,২৯,৯৭,১২,৬০০/- টাকা এবং উদ্ধারকৃত সম্পদের মূল্য আনুমানিক ১৪,২৯,৭৪,৭৬,৫০০/- টাকা। এছাড়া ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তারা মোট ১৩,১৬৪টি অগ্নি নির্বাপণ কার্যে অংশ নিয়েছে। অধিকাংশ অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত ঘটেছে বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে। এ ছাড়া চুলা এবং বিড়ি সিগারেটের জ্বলন্ত অবশিষ্টাংশও অগ্নিকান্ডের অন্যতম প্রধান কারণ। উল্লেখ্য, অগ্নি দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সংবাদ প্রাপ্তির পর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স দুর্ঘটনাস্থলে পৌছানোর আগেই বিপুল পরিমাণ (প্রায় ৪০ শতাংশ) অগ্নি দুর্ঘটনা স্থানীয় জনসাধারণ নির্বাপণ করতে সক্ষম হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারার কারণেই এমনটি সম্ভব হয়েছে।

র‌্যাপিড রেসকিউ স্কোয়াড গঠন: আমাদের দেশে প্রায়শই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। এ দুর্ঘটনায় অনেক মানুষ হতাহত হচ্ছে। জরুরিভিত্তিতে উদ্ধার কার্যক্রম শুরু ও হতাহতদের দ্রুত সেবাদানের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সম্প্রতি র‌্যাপিড রেসকিউ স্কোয়াড (Rapid Rescue Squad) কার্যক্রম চালু করেছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ১টি রেসকিউ ভেহিকেল ও ১টি এ্যাম্বুলেন্সসহ প্রশিক্ষিত উদ্ধার বাহিনী হাইওয়েতে সার্বক্ষণিক ভ্রাম্যমান দায়িত্ব পালন করছেন। জনসেবায় গৃহীত অধিদপ্তরের এ কার্যক্রম আপামর জনসাধারণের অধিকতর আস্থা অর্জনে সক্ষম হবে।

উদ্ধার কার্যক্রম : অগ্নিনির্বাপণের পাশাপাশি অত্র বিভাগের কর্মীগণ ২০১৪ সালে সংঘটিত ১,৯৮৬টি সড়ক, নৌ ও অন্যান্য দুর্ঘটনায় উদ্ধারকার্যে অংশ নিয়ে মোট ১,১২২ জনকে উদ্ধার করেছে। তাছাড়া ২০১৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত দুর্ঘটনা ঘটেছে ২,৯২৪টি এবং উদ্ধার করা হয়েছে ৪,৭৫০ জনকে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম : অগ্নি প্রতিরোধ, অগ্নি নির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ব্যাপক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ প্রসংগে উল্লেখ থাকে যে, ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবেলায় এবং উদ্ধার কাজে সহায়তার জন্য সিডিএমপি ও অন্যান্য এনজিও যেমন এডিপিসি, এ্যাকশন এইড, ইসলামিক রিলিফ, NARRI CONSORTIUM এর সহায়তায় দেশব্যাপী ৬২০০০ কমিউনিটি ভলান্টিয়ার তৈরির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) কমিউনিটি ভলান্টিয়ার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষিত ভলান্টিয়ার বড় ধরনের অগ্নি দুর্ঘটনা মোকাবেলায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের পাশাপাশি অত্যন্ত সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করছে। ভূমিকম্প দুর্যোগ মোকাবেলায় বিশেষ করে বিধ্বস্ত ভবনে দ্রুত উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ৫টি আন্তর্জাতিক মানের আরবান সার্চ এন্ড রেসকিউ টিম গড়ে তুলেছে।

নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ : সারা দেশে বর্তমানে ২৯৬টি ফায়ার স্টেশন চালু রয়েছে। এ ছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম ১টি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য ইতোমধ্যে ৪টি প্রকল্পের আওতায় আরও ২৫৩টি নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ২০১৪ সালে ৮টি এবং ২০১৫ সালে অক্টোবর পর্যন্ত ১৬টি নবনির্মিত ফায়ার স্টেশন উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রকল্প শেষ হলে ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা ৫৪৯টিতে উন্নীত হবে এবং জনবল বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৫ হাজারে উন্নীত হবে। এতে করে এ অধিদপ্তর জনগণের প্রত্যাশিত সেবা প্রদানে সক্ষম হবে।

পদক ও সম্মাননা ঃ বর্তমান সদাশয় সরকার অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় এ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে। পূর্ণাঙ্গ রেশন সুবিধা, ৩০% ঝুঁকিভাতা এবং খাকি পোশাক পরিবর্তন করে মর্যাদাপূর্ণ নতুন পোশাক প্রবর্তন করেছে। এছাড়া অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধার অভিযানে সাহসিকতাপূর্ণ, বীরত্বপূর্ণ ও সেবামূলক কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে ১২১ জনকে সরকারীভাবে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স পদক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (সেবা) পদক, প্রেসিডেন্ট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স পদক, এবং প্রেসিডেন্ট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (সেবা) পদক প্রদান করা হয়েছে। এ পুরষ্কার ও সম্মাননা নিঃসন্দেহে এ অধিদপ্তরের সকল সদস্যকে অনুপ্রাণিত করবে। ফলে কর্মীগণ তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে আত্মত্যাগ ও সাহসিকতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অধিকতর উদ্যমী হয়েছেন।

আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা ঃ বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সংগে দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতামূলক সম্পর্ক ও নিবিড় যোগাযোগ বিদ্যমান রয়েছে। বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বেশকিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করেছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:১। ইন্টারন্যাশনাল সার্চ এ্যান্ড রেসকিউ অ্যাডভাইজরি গ্রুপ (INSARAG), ফায়ার সার্ভিস এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে। ২। ইন্টারন্যাশনাল ফায়ার চিফস অ্যাসোসিয়েশন অব এশিয়া (IFFCAA), ৩। ন্যাশনাল প্লাটফরম ফর ডিজাস্টার রিডাকশন ইন বাংলাদেশ, ৪। বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজরি কমিটি ও ৫। বাংলাদেশ আর্থকোয়াক প্রিপেয়ার্ডনেস অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস কমিটি। সম্প্রতি চীন সরকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে অনুদান হিসেবে ৫০টি এ্যাম্বুলেন্স, ১০০টি টৌয়িং ভেহিকেল (পাম্প টানা গাড়ী), ১৫০টি ফায়ার ফাইটিং মোটর সাইকেল, ১টি বড় পানিবাহী গাড়ী, ১টি ফোমের গাড়ী এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় অন্যান্য উদ্ধার যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছে। এ সব গাড়ী-পাম্প ও উদ্ধার সরঞ্জামাদি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বহরে সংযোজিত হওয়ায় অপারেশনাল সক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৯টি মডার্ন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প ঃ বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড বলে বিবেচিত পোশাক শিল্পাঞ্চলে অগ্নি নিরাপত্তা জোরদারের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার পোশাক শিল্পাঞ্চলে ৯টি আধুনিক মডার্ন ফায়ার স্টেশন নির্মাণের প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে। এই মডেল ফায়ার স্টেশন সাধারণ ফায়ার স্টেশনের চেয়ে অনেক আধুনিক হবে। এসব ফায়ার স্টেশনে বিশ্বমানের সব অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধার সরঞ্জাম সুবিধা থাকবে। এ ছাড়া জার্মান-ভিত্তিক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান GIZ, স্থানীয় DBL গ্রুপ এবং বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে আশুলিয়ায় একটি মিনি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই সকল ফায়ার স্টেশন নির্মাণ সম্পন্ন হলে পোশাক শিল্পাঞ্চলে অগ্নি নিরাপত্তা অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি জোরদার হবে।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ: এ অধিদপ্তরের মেধাবী তরুণ অফিসারগণ পেশাগত দক্ষতা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রায় নিয়মিত উচ্চতর বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ লাভ করছেন। ২০১৪ সালে ১০জন কর্মকর্তা চীন, ৩০জন কর্মকর্তা সিঙ্গাপুর, ৫০জন কর্মকর্তা থাইল্যান্ড, ৫০জন কর্মকর্তা মালয়েশিয়া হতে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্স, ইন্টারন্যাশনাল ফায়ার ফাইটিং কোর্স, ফায়ার ইনভেস্টিগেশন কোর্স, আরবান সার্চ এ্যান্ড রেসকিউ কোর্স এবং স্ট্রাকচারাল ফায়ার ফাইটিং ট্রেনিং কোর্সে অংশগ্রহণ করে সাফল্য অর্জন করেন।

উন্নয়ন পরিকল্পনা ঃ এ অধিদপ্তরের উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম ১টি প্রকল্প হচ্ছে বার্ন ট্রিটমেন্ট হাসপাতাল নির্মাণ এবং অন্যটি হচ্ছে বর্তমান ট্রেনিং কমপ্লেক্সকে পূর্ণাঙ্গ ট্রেনিং একাডেমিতে রূপান্তরসহ অন্যত্র স্থানান্তর করণ। বর্তমান সরকার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এই বিভাগের কর্মীদের জন্য ৫০ শয্যার একটি বার্ন ট্রিটমেন্ট হাসপাতালের প্রকল্প অনুমোদন করেছে, যার নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে। সরকার পূর্বাচলে আধুনিক স্যাটেলাইট শহর নির্মাণের যে উদ্যোগ নিয়েছে সেখানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স একাডেমির জন্য ১৬ একর জায়গা বরাদ্দ দিয়েছে। এটি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের একটি দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন পূরণের সফল প্রয়াস। দীর্ঘদিনের এই আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণ এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। এ ছাড়া বর্তমান সরকারের সুদৃষ্টি ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় জাইকা'র সহযোগিতায় মিরপুরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের একটি দশ তলা প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রধান ও পবিত্রতম দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের জানমালের অগ্নি নিরাপত্তা বিধান করা। এ লক্ষ্যে অধিদপ্তরের কর্মীবাহিনী জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারকরণে জনগণ তথা সকলের আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য। যে কোন দুর্যোগ দুর্ঘটনায় আমাদের সেবা প্রশংসা প্রাপ্তির জন্য নয়, বরং জনমনে স্বস্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। জনসাধারণের সম্পৃক্ততা ও স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় আমরা আমাদের সেবাদান কাজের মাধ্যমে হয়ে উঠতে চাই সকলের কাছে দৃঢ় আস্থার প্রতীক। মহান আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হউন।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৭ কার্তিক ১৪২২
১১ নভেম্বর ২০১৫

বাণী

অগ্নিকান্ডসহ যে কোন দুর্ঘটনা-দুর্যোগে জনসাধারণের করণীয় বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ ২০১৫ উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর একটি জরুরি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। ভূমিকম্প, অগ্নি দুর্ঘটনা, নৌযান দুর্ঘটনা ও সড়ক দুর্ঘটনাসহ যে কোন মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে এ বিভাগের কর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধার কাজে অংশ নেন। জনগণের জান-মাল রক্ষা করেন।

নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আমাদের সরকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য গত প্রায় সাত বছরে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। আমরা নতুন নতুন ফায়ার স্টেশন স্থাপনের পাশাপাশি আধুনিক অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধার সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছি। বহুতল ভবনের অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধার কাজের জন্য ইতোমধ্যে ২০০ কোটি টাকার সর্বাধুনিক সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহের এ প্রক্রিয়া ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

আমরা এ প্রতিষ্ঠানটির সেবার মান ও দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সুযোগ-সুবিধা বহুগুণে বৃদ্ধি করেছি। ফায়ার সার্ভিসের সকল কর্মীদের জন্য পূর্ণাঙ্গ রেশন সুবিধা, ৩০% ঝুঁকিভাতা ও মর্যাদাপূর্ণ নতুন পোশাক প্রবর্তন করা হয়েছে। সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ রাষ্ট্রীয় পদকের সংখ্যা ও সম্মানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। কর্মীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এরফলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীগণ অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধারকাজে আত্মত্যাগ ও সাহসিকতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আরও উদ্যমী হয়েছেন।

আমি আশা করি, বিগত সময়ে দেশের বড় বড় অগ্নি, নৌ ও সড়ক দুর্ঘটনা এবং ভূমিধ্বস ও ভবনধ্বসে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সাহসী কর্মীরা যেভাবে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করে জনগণের আস্থা ও প্রশংসা অর্জন করেছেন তা আরও বৃদ্ধি পাবে। এ বিভাগের কর্মীরা নতুন উদ্যমে সাহস, দক্ষতা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে যে কোন দুর্যোগে প্রথম সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মানুষের জান-মাল রক্ষায় আরও যত্নবান হবেন।

আমি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

বাণী

প্রতিবারের মতো এবারও ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০১৫ উদযাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সঙ্গে জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং এ বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে সপ্তাহ পালন একটি কার্যকর উদ্যোগ। এসব কার্যক্রমে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণে জনসেবার মান আরো উন্নত হবে। অগ্নি প্রতিরোধ, অগ্নি নির্বাপণ, উদ্ধার, উদ্ধারকৃতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, আহতদের হাসপাতালে পরিবহনসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনসাধারণের জান-মাল রক্ষার্থে এ বিভাগের কর্মীরা নিবেদিতপ্রাণ। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে জনসাধারণের সাথে এ বিভাগের সেতুবন্ধ রচিত হবে বলে আমি আশা করছি।

রানা প্লাজায় উদ্ধার, তাজরীন ফ্যাশন্সে অগ্নি নির্বাপণসহ বিগত দিনের বেশ কয়েকটি আলোচিত দুর্ঘটনায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সুনামের সাথে পেশাগত দায়িত্ব পালন করেছে। ভূমিকম্পের আশঙ্কাকে সামনে রেখে এ বিভাগ ৬২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক তৈরির একটি মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমান সময়ের ন্যায় ভবিষ্যতেও তারা বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অর্জিত সুনাম অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এ বিভাগের সকল কর্মীর জন্য আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভ কামনা রইল। সপ্তাহ উদযাপনের সকল আয়োজন সার্থক ও সফল হোক।

(ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান)
সিনিয়র সচিব

ভিশন

"অগ্নিকান্ডসহ সকল দুর্যোগ মোকাবেলায় এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসাবে সক্ষমতা অর্জন"

মিশন

"দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় জীবন ও সম্পদ রক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলা"

হট লাইন ঃ ০২-৯৫৫৫৫৫৫
Web: www.fireservice.gov.bd
Facebook: www.facebook.com/fscd.bd

বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স

দি লাইফ সেভিং ফোর্স